Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.39-42
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মধ্যযুগের রোমান্স কাব্যে নর-নারীর প্রেম ও রূপমুগ্ধতা: দৌলতের 'লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না' কাব্য

কৃষ্ণা ঘোষ
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
From ancient times to modern literature, the form of love or love is the form of male and female. Since the romantic romance, one of the special branches of the Middle Ages, is based on the worldly love of a man and a woman, the lust for the image of a man and a woman has been given more importance in that literature as well. Daulat Kazi's poems 'Lorchandrani' and 'Satimayna' are no exception. Here the protagonist Lore or the main heroine Chandrani is a beautiful beauty, so is Lore's first wife Mainavatiya. It is as if poetry Sushma has progressed in the light of form. Love has expanded in the attraction of this form.

Keywords: Literary, forms of male and female, worldly love, romantic romance, Lorachandrani and Satimayna poetry.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গানের কথায় বলেছেন- 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো'। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের অঙ্গনে ভালোবাসা বা প্রেমের আলম্বন হলো রূপ।লৌকিক প্রেমের পথপ্রদর্শক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে রাধার দেহের বর্ণনা ও রাধা-কৃষ্ণের মানসিক প্রেমভাবনা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর তাম্বুলখণ্ডে বড়ায়ির কাছ থেকে রাধার রূপের বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ উন্মত্ত হয়ে রাধাকে প্রেমপ্রস্তাব পাঠিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে গোটা কাব্য অগ্রসর হয়েছে।বৈষ্ণব পদাবলীতেও রূপলালসায় যে প্রেমার্তি তা বিচিত্র হয়ে প্রতিফলিত।রূপানুরাগ জনিত আকুলতার ছবি পাই-

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।'

শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু তাঁর 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য' গ্রন্থে রাধার রূপের প্রসঙ্গে বলেছেন- 'নারীর রূপতৃষ্ণা উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে পারে কিনা সন্দেহ,যদি তাহার মধ্যে রূপাতীত কিছু না থাকে।অপরপক্ষে নারী-রূপই যুগ-যুগান্তরের কবিচিত্তের রূপ-দিবারতিতে রহস্য-কল্পনাময় হইয়া মূর্তি ধরিয়াছে।একজন পুরুষ যখন সেই রূপ দর্শন করেন, তখন রূপলালসার বর্ণনার মধ্য দিয়াই--যদি উচ্চতর মনোভাব অনুপস্থিত থাকেও-কাব্যে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব।'তবে শুধু নারীর রূপ নয়, নর-নারীর রূপতৃষ্ণা মধ্যযুগের কাব্যে অন্য মাত্রায় প্রতিফলিত।আর মধ্যযুগের রোমান্স কাব্যের কবিরা নর-নারীর রূপমুগ্ধতাকে যেন কাব্যের উপাদানে

পরিণত করেছেন।রোমান্স কাব্যের কবিদের অন্তরমানসের বিশেষ ভাবনা উৎসারিত হয়েছে নর-নারীর কাব্যময় রূপ বর্ণনার মাধ্যমে।তাঁদের কবিত্ব শক্তিকে উজাড় করে দিয়েছেন এই রূপের বর্ণনায়। এইসকল কবিরা তাঁদের বিচিত্র ভাষার মাধ্যমে নর-নারীর মানসী মূর্তিকে দ্যুতিময় করে তুলেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা হল এই রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান। লৌকিক প্রেমকে আশ্রয় করে এ জাতীয় কাব্যের কাহিনী গতানুগতিক সাহিত্যধারা থেকে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। অতএব এই শ্রেণীর কাব্যের প্রধান উপজীব্য ই হল প্রেম। সুন্দর কবি ভাষার মাধ্যমে নর-নারীর প্রণয়কাহিনিকে কবিরা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তবে এই প্রেম বেশিরভাগই পরকীয়া। নায়কের রূপবতী স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পরনারীর প্রতি আকর্ষণ এবং তাকে লাভ করার জন্য দুঃসাহসিক অভিযান। অবশেষে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিতাকে লাভ।

এই ধারার প্রথম কবি হলেন শাহ মূহম্মদ সগীর।তাঁর 'ইউসুফ জুলেখা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। এছাড়াও এই ধারার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি—দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লাইলী মজনু', সাবিরিদ খানের 'বিদ্যাসুন্দর', দোনা গাজীর 'সইফুলমুলুক বদিউজ্জামাল', মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' ইত্যাদি। তবে এই ধারার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আরাকান রাজ্যসভার কবি দৌলতকাজী।তাঁর'লোরচন্দ্রানী ও সতী ময়না' কাব্যটি প্রণয়োপাখ্যান ধারার একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।দৌলত কাজী মুল্লা দাউদের রূপকাশ্রয়ী কাব্য 'চন্দ্রায়ন' এবং মিঞা সাধনের 'মৈনাসৎ' এর নীতিকথা ধর্মী নারীর সতীত্ব রক্ষার দুটি পৃথক কাহিনীকে সংযুক্ত করে নিজস্ব একটি কাহিনী তৈরি করেছেন। কবি অসাধারণ কবিত্ব শক্তির গুণে এরকম একটি লৌকিক প্রেমের কায়া নির্মাণ করেছেন। রাজসভার উপযুক্ত পরিবেশে রোমান্স রস সমৃদ্ধ প্রেম কাহিনী পরিবেশনে কবি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন।যদিও দৌলত কাজী কাব্যটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তাঁর অসম্পূর্ণ কাব্য পরবর্তীকালে সমাপ্ত করেন কবি সৈয়দ আলাওল।তবে দরবারী প্রেমের রূপকার হিসাবে দৌলত কাজী স্বাধীন এবং তুলনায় বলিষ্ঠ।

সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য অন্বেষণ করলে যেখানে ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া দুষ্কর,সেখানে আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে দৌলত কাজী রোমান্স কাব্যচর্চায় মনোযোগী ছিলেন।কেননা পৃষ্ঠপোষক শাসক ও তার আমত্যরা আধ্যাত্মিক-রস সমৃদ্ধ ও দার্শনিক তত্ত্বাশ্রয়ী কাহিনীর চেয়ে মানব রস-সমৃদ্ধ প্রেমের কাব্য বেশি পছন্দ করতেন।এজন্য দৌলতের কাব্যে রোমান্স রসই মুখ্য হয়ে উঠেছে।প্রেমিক প্রেমিকার শরীর বা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপই এই প্রেম সৃষ্টির উদ্দীপক। শুধুমাত্র রূপ শ্রবণে কিংবা প্রথম দর্শণে প্রেমের উদ্ভব হয়েছে। নরনারীর পরস্পর রুপাসক্তি যেন কাহিনীর গতি নির্মাণে কার্যকর হয়েছে।

সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা থেকেই নারী চরিত্রের রূপ বর্ণনা ছিল একটি উল্লেখ্য প্রসঙ্গ।বর্তমান কালে নারীর মূল্যায়নের মাপকাঠি রুপসৌন্দর্য থেকে ব্যক্তিত্বে উন্নীত হলেও,আগে নারীর মূল্য নির্ধারিত হতো রূপসৌন্দর্যের উপর।তাই দৌলত কাজীও তার কাব্যে এর ব্যতিক্রম ঘটাননি।কাব্যে প্রধান নারী চরিত্র চন্দ্রানী এবং ময়নাবতী।যদিও কাব্যের নায়িকা চন্দ্রানী।তবুও রাজা লোরের প্রথমা পত্নী ময়নাবতী। সেও রুপের দিক দিয়ে কোন অংশে কম নয়।'ময়নাবতীর রূপবর্ণনা' অংশে আছে—

'রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী।
ভুবন বিজয়ী কন্যা রূপেত পার্বতী।।

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রসঙ্গ।
অঙ্গের লীলায় যেন বান্ধিছে অনঙ্গ।।'

রোমান্স কাব্যের কবিদের কাব্যে নরনারীর রূপ বর্ণনায় বিশেষত নারীর রূপ বর্ণনায় দেখা যায় ঊর্ধাঙ্গ থেকে নিম্নাঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনার রীতি। ময়নাবতীর রূপ বর্ণনাও শুরু হয়েছে মুখের বর্ণনা দিয়ে–

'কাঞ্চন কমল মুখ পূর্ণ শশী নিন্দে।
অপমানে জলেত প্রবেশে অরবিন্দে।।'

একে একে চোখ,ভুরু,নাক,ঠোঁট,চুল থেকে একেবারে পদযুগলের সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে–

'চরম যুগল নবপল্লব ললিত।
পদে পদে ঋতুপতি যায় পৃথিবীত।।'

সাধারণত মধ্যযুগের রোমান্স কাব্যের কবিরা নরনারীর রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে বাস্তবের অনুসরণ না করে,সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থের অনুসরণ করেছেন।তাঁরা ঐতিহ্যানুযায়ী নায়িকাদের আপাদমস্তক সুরূপা ও সুলক্ষণা করে অঙ্কন করেছেন। ময়নাবতীর স্বামী লোর ময়নার রূপের কদর না করে বনবিহারে গিয়ে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হলেও 'সতীময়না' অশে ময়নার অপরূপ রূপের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।–

শুনিয়া কুমারী রূপ কামে বুদ্ধি পাইল লোপ
মধুতে মক্ষিকা যেন ডুবে।।
ময়নার সুরতি আসে ছাতন মদনগ্রাসে
নিত্য ভাবে সে রূপ কামিনী।।

ময়নাবতীর মতো এরূপ রূপবতী স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও লোর পরনারী চন্দ্রানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এই আকর্ষণের মুখ্য বস্তু কিন্তু রূপসৌন্দর্যই। নায়ক লোরের বনবিহার কালে একযোগী তাকে অপরূপ রূপবতী রমণীর চন্দ্রানীর চিত্র দেখান এবং তার রূপের কথা শোনান। যোগীই প্রথম লোরকে চন্দ্রানীর কথা জানায়।যোগীর মুখে চন্দ্রানীর রূপের বর্ণনা শুনে রাজা লোর রূপজমোহে মুগ্ধ হন।রোমান্টিক নায়িকা রূপে চন্দ্রানী প্রেম রোমান্সের আকর্ষণীয়া নারী। চন্দ্রানীর অপরূপ রূপ দর্শনে যোগী মুগ্ধ হয়েছিল–

'সেই রূপ দেখি মোর মতি ভোলে নিত্য।
ভূমি গত তিনদিন আছিলুঁ মূর্ছিত।।'

তবে যোগীর এই রূপমুগ্ধতার সঙ্গে জাগতিক কামনা বাসনা ও মোহলিপ্ততার কোন সম্পর্ক নেই। কাব্যে কবি যোগীর মনের ভাবনাটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন–

যবে তারি রূপমত্ত আঁখি কৈল পান।
জপতপ সমাধি না লয় মনে আন।।

যোগী এখানে শুধুমাত্র রূপের পূজারী হিসাবে রূপের রাজা লোরের সঙ্গে রূপের রানী চন্দ্রানীর মিলন সংঘটন করিয়েছেন। চন্দ্রানী এতখানি রূপবতী ছিলেন যে তার রূপের কথা সর্বত্র ঘোষিত হতো।চন্দ্রানীর রূপ সম্পর্কে যোগীর উক্তি–

অপূর্ব রূপ যদি শুনয় শ্রবণে।
মানস না হয় শান্ত না দেখি নয়নে।।

চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘোচানোর উদ্দেশ্যে লোরও গোহারী দেশে যায়। সেখানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর বৃদ্ধ রাজার আহ্বানে রাজপুরীতে সমবেত রাজাদের মধ্যে চন্দ্রানী রাজা লোরকে দেখে এবং সাথে সাথেই মূর্ছিত হয়। প্রথম দর্শনে চন্দ্রানীর এরূপ অবস্থা রূপজ মোহকে এবং পার্থিব ভোগবাসনাকে স্পষ্ট করে। লোরের রূপ সম্পর্কে চন্দ্রানীর উপলব্ধি–

তথাতে দেখিলুঁ এক যুবক সুন্দর।
রূপে পঞ্চশর কিবা সুর বিদ্যাধর।।
সেই ধরি মোর প্রাণ নাহি মোর অঙ্গে।
মোর মন জ্ঞান গেল সেই রূপ সঙ্গে।।'

অনুরূপ অবস্থা হয় লোরেরও।নানির চেষ্টায় দর্পণে চন্দ্রানীর প্রতিবিম্ব দর্শনের পর–

'দেখয় অদ্ভুত রামা রূপে যেন তিলোত্তমা
বিম্ব যেন দেখিল লুকিত।।'
এই রূপ দর্শনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় লোরের মূর্ছিত হওয়াতে।

নায়ক নায়িকা রূপ দর্শন মাত্রই উভয়েই কামনা জর্জরিত হয়েছেন।এরপর নানা বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে গোপনে দুজনে মিলিত হয়েছেন।কবি এখানে প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম তত্ত্বকে নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করতে চাইলেও এখানে মূলত শরীরী ও শারীরিক রূপই প্রেমের প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

আসলে দৌলত কাজী জানতেন মানবিক প্রেমের উৎস দেহকেন্দ্রিক। এসব প্রেম মূলত পরকীয়া এবং যার লক্ষ্য নর-নারীর শারীরিক মিলন। দৌলত কাজী পূর্ব ঐতিহ্য থেকে প্রেমের এই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য', অথবা বিদ্যাপতি-চন্ডীদাসের পদাবলী, প্রভৃতি এই কাব্যের প্রেম চিত্রণে প্রভাব বিস্তার করেছে।মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যে প্রেম তত্ত্বকে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস থাকলেও রোমান্স কাব্যের প্রেম দেহের সীমা পেরিয়ে যেতে পারেনি।এজন্য কাব্যে দেহজ কামনা-বাসনা ভিত্তিক প্রেমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।আর তাছাড়া পরকীয়া প্রেমের প্রকৃতিও তাই ।এজন্য নর-নারীর রূপজ বর্ণনা কবির লেখনীতে অধিক বর্ণময় হয়ে ফুটে উঠেছে।